ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৩৪৯৪
আগরতলা, ১ নভেম্বর,২০২৩

প্রকাশিত সংবাদের স্পষ্টিকরণ

গত ২৮ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে স্যন্দন পত্রিকায় 'স্বাস্থ্য দপ্তরে ফের ওষুধ কেলেঙ্কারি ৮০ কোটির বরাত গেলো বর্ধমান ফার্মায়' এবং গত ৩০ অক্টোবর, ২০২৩ দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় 'রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরে ওষুধ ক্রয়ের টেন্ডার ঘিরে দুর্নীতির অভিযোগ' শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদ দুটি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের নজরে এসেছে। এ প্রসঙ্গে দপ্তর থেকে জানানো যাচ্ছে যে, প্রকাশিত সংবাদ দুটি অসত্য এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। সমস্ত নিয়মকানুন মেনেই টেন্ডার করা হয় এবং সমগ্র প্রক্রিয়াটিই স্বচ্ছ।

সংবাদের স্পষ্টিকরণ দিয়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর থেকে আরও জানানো হয়েছে, tripuratenders.gov.in-এ গত ৯ জুন ২০২৩ তারিখে ওষুধ ক্রয় সংক্রান্ত ই-টেন্ডার প্রকাশিত হয়। এছাড়া রাজ্য ও জাতীয় স্তরের সংবাদপত্রেও এই বিজ্ঞপ্তি যথাসময়ে প্রকাশিত হয়েছে। এতে টেন্ডার জমা দেবার শেষ তারিখ ছিল গত ৩ জুলাই ২০২৩। কিন্তু টেন্ডারটিতে কিছু সংশোধনী থাকায় পুনরায় উক্ত টেন্ডার জমা দেবার সময়সীমা ১০ জুলাই ২০২৩ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়। গত ১৭ জুন বিডারদের প্রতিনিধিদের নিয়ে প্রি বিড মিটিং করা হয়।

উক্ত টেন্ডার প্রক্রিয়ায় মোট ৮০ টি টেন্ডার জমা পরে। তাতে প্রথম পর্যায়ে ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখ ১১ জনের টেন্ডার সকল রকমের বৈধ কাগজ পত্র সঠিক থাকায় বৈধ বলে বিবেচিত হয় এবং ৬৯ টি বিডারের মধ্যে ডকুমেন্টস সঠিক না থাকার কারণে ২৩ টি বিডার টেন্ডার প্রক্রিয়ায় বাতিল হয়ে যায়। বাদ বাকি ৪৬ টি বিডে আংশিক ত্রুটি থাকায় গত ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৩ দপ্তর থেকে ইমেলের মাধ্যমে দ্বিতীয়বার তাদেরকে প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ জমা দেওয়ার জন্য ৩ অক্টোবর ২০২৩ সময়সীমা নির্ধারিত করে দেওয়া হয়। গত ৭ অক্টোবর ২০২৩ ইভালুয়েশন কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে সর্বমোট ৪৮টি বিডার টেকনিক্যাল বিডে যোগ্যতা অর্জন করে। বাকিদের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন নথি না থাকার দরুণ টেকনিকেল বিড বাতিল (Invalid) হয়ে যায়।

যে নথিপত্রগুলি পূর্বে জমা পরেনি, কিন্তু পরবর্তী সময়ে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জমা দেওয়ায় M/S Cipla Limited কে বৈধ বলে কমিটি গণ্য করেছে। অথচ দুটি সংবাদেই বলা হয়েছে যে M/S Cipla Limited কে বৈধ বলে ঘোষণা করা হয়নি, এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা খবর।

২-এর পাতায়

তাছাড়া M/S Abbott India তারা নিজেরাই টেন্ডার প্রক্রিয়া থেকে নিজেদেরকে প্রত্যাহার করে নেয় এবং M/S J.B. Chemicals, M/S Pioneer Chemicals & M/S Wallace Phamaceuticils Pvt. Ltd. টেন্ডারের শর্তাবলী (Terms and Condition) অনুযায়ী বৈধ কাগজ পত্র জমা না দেওয়ায় সাথে সাথে তাদের বিড বাতিল হয়ে যায়। এই তথ্য থেকে প্রমাণিত হয় যে সংবাদপত্র দুটিতে পরিবেশিত সংবাদগুলি মনগড়া ও কাল্পনিক।

প্রকাশিত সংবাদ দুটিতে বরাত দেবার কথা বলা হলেও প্রকৃত তথ্য হল টেন্ডার প্রক্রিয়া এখনও শেষ হয়নি। লোয়ার পারচেজ কমিটি (LPC) কিংবা হায়ার পারচেজ কমিটি (HPC) তে এখনও তা পেশ করা হয়নি অর্থাৎ সম্পূর্ণ টেন্ডার প্রক্রিয়া সামপ্ত হয়নি। ফলে সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদ বিভ্রান্তিকর। বর্ধমান ফার্মা এই টেন্ডারে অংশ নেওয়ার প্রশ্নই উঠে না। কারণ বর্ধমান ফার্মা গত প্রায় ১০ বছর পূর্বেই (গত ১১ নভেম্বর ২০১৩) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের দ্বারা কালো তালিকাভুক্ত (ব্ল্যাক লিস্টেড) করা হয়। অথচ ‘স্বাস্থ্য দপ্তরে ফের ওষুধ কেলেঙ্কারি ৮০ কোটির বরাত গেলো বর্ধমান ফার্মায়’, স্যন্দন পত্রিকায় এই শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদটি এবং দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদটি জনগণকে বিভ্রান্ত করার সামিল বলে দপ্তর মনে করে। দপ্তরের কর্মীগণ স্বচ্ছতার সাথে অর্থাৎ (DFPRT Rules) এবং সরকারি নিয়মকানুন মোতাবেক সরকারি কাজ সম্পন্ন করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই এই ধরনের সংবাদ পরিবেশনকে দপ্তর তীব্র প্রতিবাদ জানায় ও সংবাদমাধ্যমকে প্রমাণপত্র ছাড়া সংবাদ পরিবেশন না করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।

*****